‘নীলের কোলে শ্যামল সে...’

দিলরুবা শাহানা

অষ্ট্রেলিয়ার নর্থ কুইন্সল্যান্ডের অতি মনোরম শহর কের্ন্সএর জাহাজঘাটি থেকে নানা দেশের নানা জাতের ভ্রমনপিয়াসী লোকজনের সাথে বাদামী চামড়ার দু'জনও গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের গ্রীন আইল্যান্ড দেখার উদ্দেশ্যে Great Adventures লেখা সমুদ্রযান বা জলযানে(নদীতে হলে নৌযান বলা যেতো) রওয়ানা হলেন। সিড়ি দিয়ে উঠে জাহাজের ভিতরে ঢুকার মুখেই কফি কাউন্টারে অপেক্ষমান মেয়েটি যাত্রীদের সবাইকে সামনে রাখা বেতের ছোট্ট ঝুড়ি থেকে প্রয়োজন মাফিক জিন্জার ট্যাবলেট তুলে নিতে অনুরোধ করছিল। অনেক আগে সমুদ্রযাত্রায় বা আকাশ পথে ভ্রমণে যাদের গা গুলাতো বা মাথা ঘুরতো তাদের এ্যাভোমিন ট্যাবলেট সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হতো। আদার অনেক গুণের কথা এখন আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন গবেষকরা দেখেছেন ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপীর পর নাউসিয়া উপশমে আদা খুব উপকারী। এখন দেখা যাচ্ছে সমুদ্রযাত্রায়ও তাই আদার ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীরা থিতু বসার পর চা-কফি-স্ন্যাকস পরিবেশনের মাঝ দিয়েই যান্ত্রিক জাহাজ চলমান হল।

গ্রীন আইল্যান্ডে পৌঁছে যাত্রীরা কে কি কর্মকান্ডে অংশ নেবে জাহাজের ভ্রমনকর্মীরা জিজ্ঞেস করে করে তালিকা তৈরী করে নিল। যাত্রীরা কেউ বিশেষ পোশাক(এই বিশেষ পোশাক জাহাজ থেকেই দেবে) পরিধান করে ডুব দিয়ে সমুদ্র তলদেশের জীব-তরম্নলতা আর জীবন্ত প্রবাল দ্বীপে লুটোপুটি করবেন, কেউ কেউ উঁচু থেকে ডাইভ দেবেন। আরেকদল স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী পাটাতন(নৌকার মেঝে বা ফ্লোর) লাগানো নৌকাতে চড়েই গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের সামুদ্রিক প্রাণী ও জ্যান্ত প্রবালদ্বীপ দর্শন করবেন। বাদামী চামড়ার দু'জন (বাদামী রঙা মানুষ দু'জনই ছিলেন সেদিন ঐ জাহাজে) নৌকাতে চড়েই কাঁচের ভিতর দিয়ে সমুদ্রতল দেখবেন বলে ঠিক করলেন।

চলন্ত জাহাজে বসেই গাইড বা প্রদর্শকের ধারা বর্ননা থেকে জানা গেল যে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জীবন্ত স্থাপনা, দৈর্ঘ্যে জাপানের চেয়েও বড় আর এর পরিসর ভিক্টোরিয়ার চেয়েও বেশী। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম ষ্টেট ভিক্টোরিয়ার ভৌগোলিক পরিসর বাংলাদেশের চেয়ে দেড় গুণ বড়, তারও চেয়ে বড় এই রীফ। তাইতো গ্রেট ব্যারিয়ার রীফকে মহাশূন্য থেকে দেখা যায়।

জাহাজে গ্রীন আইল্যান্ড পৌঁছাতে এক ঘণ্টা লাগবে। জাহাজের যাত্রীদের ডেমোগ্রাফীর দর্পনে ফেলে যাচাই করা সম্ভব নয় সেজন্য দরকার জন্ম-মৃত্যু, রোগবালাইয়ের তথ্য। তবে অবয়ব, গায়ের রং দেখে জাতিগত উৎস আন্দাজ করা যায়। দেখা গেল দু'জন ছাড়া সবাই সাদা এবং বয়স বিচারে শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সীই আছেন এখানে। সাদাদের কারোর খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, দীর্ঘদেহ। এছাড়াও গায়ের রং হলুদ মেশানো সাদা যাদের এরা কেউই বিশালদেহী নন। এদের চাপা নাক, সরন্ন চিপা চোখ, তবে ঠোঁট নানা গড়নের। এদের চামড়া দাগহীন মসৃন। হলদেটে সাদাদের বেশীর ভাগ জাপানী, আবার কিছু চাইনিজও আছেন। অন্য সাদারা ইউরোপ আমেরিকান হবে।
এরই মাঝে নীল সমুদ্রে সবুজ একটি বিন্দু দেখা গেল। যেন নীলের মাঝে সবুজ টীপ। বাদামী নারী চোখে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলেন। বাদামী পুরন্নষ জানতে চাইলেন
'কি এতো ভাবছো? কার কথাই বা...'
'রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়লো, জান...'
'এমন নেশা ধরানো প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়বেই, বলতো তাঁর কোন কথাটা ...'
'ঐ ঐ যে দেখ গ্রীণ আইল্যান্ড একে নিয়েই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা" ঠিক তাই মনে হচ্ছে না?'
বাদামী পুরন্নষ দ্বিধা নিয়ে বললেন
'গ্রীণ আইল্যান্ডএ কবি এসেছিলেন কি?'
জেদ নিয়ে বাদামী নারী বললেন
'শুন পয়েটের থাকে প্রফেটিক প্রজ্ঞা তা নিয়েই "কল্পনায় অবগাহী" কবি নীল সমুদ্রে সবুজ ঘাসের দ্বীপ দেখেছেন।'
বাদামী পুরুষ বললেন
'কবির কাজই হচ্ছে প্রকৃতি-প্রেম, নারী-শিশু নিয়ে উথাল পাতাল আবেগ প্রকাশ'
নারী এবার কঠিন বাস্তবে ফিরে এলেন
'চেয়ে দেখ কবির কাব্যময় প্রকৃতির রূপ আস্বাদনের জন্য আধুনিক জলযানে নানা জাতের নানা বর্ণের মানুষ বোঝাই হয়ে চলেছে অথচ এই ভিড়ে এই দেশের একজনও আদিবাসী বা এ্যাবোরিজিনাল নাই! 'কে এদের খোঁজ করে বল? অনুসন্ধিৎসু গবেষকের চোখেই এই শূন্যতা ধরা পড়ে।'

একঘণ্টায় জাহাজ গ্রীন আইল্যান্ড পৌঁছে গেল। বেশ কিছু যাত্রী জাহাজ থেকে নেমেই সরাসরি নৌকায় উঠলেন। নৌকা ছাউনি বা ছাতে ঢাকা। চারপাশে জানালা। পাটাতনের মাঝখানের অংশ চারদিক ঘুরিয়ে রেলিং দিয়ে আলাদা করা। ঐ রেলিং ঘেরা জায়গাটুকু কাঁচ লাগানো যাতে পানির নীচে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। রেলিংএর চারপাশে বেঞ্চ পাতা। নৌকার ইঞ্জিন গুঞ্জন তুললো। চালক কাম গাইডের ধারা বর্ননাও শুরম্ন হল। বেঞ্চএ বসে রেলিং ধরে ঝুকে সবাই কাঁচের পাটাতনের মাঝ দিয়ে পানির নীচে অবাক করা এক জগৎ দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। নানা রংএর নানা আকৃতির প্রবাল পানির নীচে দোল খাচ্ছে। নানা জাতের ছোটবড় হরেক রকম সুন্দর সব মাছ। ছোট একটি ছেলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো
'দেখ দেখ কচ্ছপ!'
দেখার মতোই এই কচ্ছপ। ভিউ কার্ডে দেখা খয়েরীর উপর সবুজ রংয়ের ছোপ আঁকা বিশাল কচ্ছপ হালকা চালে পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। গাইড মেয়ে বর্ননা দিয়ে যাচ্ছে সবকিছুর। তা থেকে জানা গেল সবুজ এই কচ্ছপ খুব দূর্লভ ও পৃথিবীর আর কোথাও এর দেখা পাওয়া যাবে না। এখানেও সবসময়ে এর দেখা মেলেনা। আজ যাত্রীদের কপাল ভাল যে সবুজ কচ্ছপও দেখা গেল।
ফিশ ফিডিং এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে মোরগ-মুরগী যেমন কক্ কক্ শব্দ তুলে ছুটে আসে, পাখিরা ঝাঁক বেঁধে কিচির মিচির রবে উড়ে আসে ঠিক তেমনি অনেক রকম মাছ তাদের নিজস্ব শব্দে মুখর হয়ে খাবার খেতে ছুটে আসলো। মাছেরাও যে কলরবে মুখরিত হতে পারে গ্রীণ আইল্যান্ডে নৌকায় চড়ে মাছ খাওয়ানো দেখার সুযোগে জানা হল। রূপকথার গল্পে দেখা যায় মাছ কথা বলে। মাছের ভাষা আছে সে ভাষা বোধহয় শুধু বোঝে জেলে আর রাজকন্যারা।

ফিশ ফিডিংএর পরপরই নৌকা ঘাটে ভিড়লো। সবাই গ্রীন আইল্যান্ডের রেইন ফরেষ্ট দেখার জন্য এগিয়ে গেলেন। পিয়ার ধরে হেঁটে সবুজদ্বীপে উঠার মুখেই বিরাট বোর্ডে লিখা যে ১৯৩৭সালে গ্রীণ আইল্যান্ডকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়। আদিবাসী গুংগান্দজী(Gunggandji) জনগোষ্ঠীর নিবাস ছিল এই দ্বীপ। এখান থেকে কোন লতাগুল্ম, কোন প্রাণী স্থানান্তরে নেওয়া নিষেধ। এখানে পাখপাখালী রয়েছে তবে তাদের খাবার দেওয়াও নিষেধ। ঐ দ্বীপে ছোট্ট ফুড কর্নার, কক্রোডাইল ফার্ম, গাছপালায় আবৃত গেষ্টদের জন্য একটি মনোরম রিসোর্ট হোটেল ও

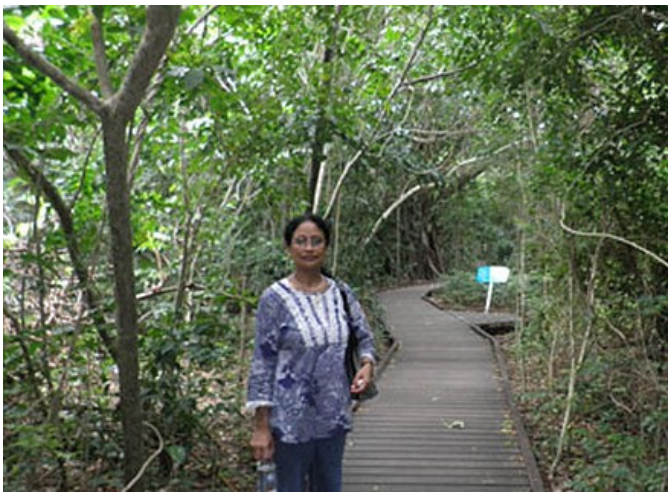

একটি স্যুভিনিয়র শপও রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে দেখা গেল কর্মরতরা হয় চাইনিজ নয় ইয়োরোপীয়। আদিবাসী নৃগোষ্ঠী গুংগান্দজীরা কোথায় উধাও কে জানে?
রেইন ফরেষ্ট সমুদ্রঘেরা তাই এর মাটি কেমন যেন আদ্র, আবহাওয়া ঠান্ডা স্নিগ্ধ। রেইন ফরেষ্টএর বুক চিড়ে গাছপালায় ছাওয়া যে পথ তা পিচঢালা নয়, সিমেন্ট-কংক্রীটেরও নয় সেটি হচ্ছে কাঠ দিয়ে নির্মিত সংকীর্ন পথ।

ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে কক্রোডাইল ফার্মএর কাছাকাছি এক অদ্ভুত জিনিসের দর্শন মিলবে। পাশে টাঙ্গানো বোর্ডের লেখাটি না পড়লে মনে হবে সিমেন্ট-বালির মিশেলে তৈরী কোন কিছুর প্রতিকৃতি। আসলে এটি একটি HUMPBACK WHALEএর (তিমির) মাথার স্কাল বা কংকাল। প্রায় ৫০ বছর আগে গ্রীন আইল্যান্ডের সমুদ্রতটের বালির নীচে এটিকে পাওয়া যায়। ধারনা করা হয় এক'শবছর ধরে বালির নীচে চাপা পড়েছিল এই তিমির মাথার কংকাল।
বিস্ময় লাগে ভাবতে অতো বিশাল বড় মাথা নিয়ে ওই তিমিরা চলাফেরা করে কিভাবে!

মাথার উপর অপরূপ নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো শুভ্র মেঘের ভেলা, পায়ের নীচে সামান্য ভেজা মাটি, দেহমন শীতল করা বনের শান্তিদায়িনী বাতাস সব সব কিছু দিয়ে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' কেইর্ন্সএ ফেরার উদ্দেশ্যে অর্ণবপোতে আবার সমুদ্রে ভাসা হল।